চিঠিপত্র ও মতামত

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ দুঃখ করে বলেন, পাক-বাংলায় সাহিত্যে বাসনা আছে, সাধনা নাই। তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত 'সাহিত্য পত্রিকা' দেখে খুশী হবেন। প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা দেখলাম। এর নাম দিয়েছেন বর্ষা সংখ্যা। এ নাম ঠিকই হয়েছে; এ বর্ষার বারিবর্ষণে আমাদের অনাবাদী সাহিত্যজমিন ফুলেফলে শস্যসম্ভারে ভরে উঠুক এই কামনা করি। এ আয়োজনে যাঁরা শরীক হয়েছেন তাঁদের লেখায় আছে প্রেমিকের দরদ, ধ্যায়ানীর সাধনা, স্রষ্টার স্বপন। তাঁদেরে আমাদের সাদর অভিনন্দন। তাঁদের সম্বন্ধে তাঁদের প্রিয় কবি আলাওয়ালের ভাষাতেই বলি—

যাবতে না করে গুণী গুণ প্রকটন।
তাবতে মরম না জানয় কোন জন॥

(অধ্যক্ষ) ইব্রাহীম খাঁ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'সাহিত্য পত্রিকা'র একখণ্ড উপহার পাইয়া বিশেষ আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ হইলাম। এই পত্রিকা নানা মৌলিক চিন্তাপ্রসূত রচনায় সমৃদ্ধ ও বাংলা সাহিত্যের অনেক নূতন দিকের উপর আলোকপাত করিয়াছে। বিশেষত বিদ্যাসুন্দরের যে দুইজন কবির পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বাংলা কাব্যে বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর প্রাচীনত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে সহায়তা করিয়াছে ও ভারতচন্দ্র যে ধারার শেষ পরিণতি তাহার উৎসমুখের সন্ধান দিয়াছে। গ্রন্থ দুইখানি খণ্ডিত থাকায় কালীমহিমা উহাদের মধ্যে কতটুকু অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে তাহা নির্ণয়ের উপায় নাই; দেবীপ্রশস্তি কতদূর কাহিনীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বা উহা ঠিক কোন পরবর্তী যুগের সংযোজনা এই প্রশ্নের উত্তর সম্পূর্ণ গ্রন্থ হইতে মিলিতে পারিত। মনে হয় যে শ্রীধর কবিরাজ ও সাবিরিদ খাঁর কাহিনী মূলত এক, স্থানে স্থানে পাঠান্তর লক্ষিত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে উহাদিগকে দুইখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিয়া অভিহিত করা কতদূর সমীচীন তাহাও বিচার্য।

পরিশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যে এরূপ একখানি উপাদেয় সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলা বিভাগের অধ্যাপকমণ্ডলীসমেত বাংলা সাহিত্যানুরাগী ও বাংলা ভাষাভাষীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে যে প্রচুর সাহিত্যের নিদর্শন এখনও অনাবিষ্কৃত আছে তাহার আবিষ্কার, পরিচয়দান ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-রচনায় তাহাদের সার্থক প্রয়োগের দায়িত্ব এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর

ন্যস্ত হইয়াছে। সর্বান্তঃকরণে আশা করি যে বিশ্ববিদ্যালয় এই দায়িত্ব পালন করিয়া একখানি সম্পূর্ণাঙ্গ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সংকলনের পথ সুগম করিবেন।

(ডক্টর) শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
অবসরপ্রাপ্ত রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই সম্পাদিত 'সাহিত্য পত্রিকা' দেখিবার সুযোগ আমার হইয়াছে। ইহাতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে কতিপয় খ্যাতনামা লেখকের প্রবন্ধ রহিয়াছে। প্রবন্ধগুলি তথ্যপূর্ণ ও সুখপাঠ্য। আমার বিশ্বাস, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগীমাত্রেই পত্রিকাখানি উপভোগ করিবেন। বিভাগ-পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তানে এই জাতীয় প্রচেষ্টা এই প্রথম। আমি ইহার বহুল প্রচার ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

(খান বাহাদুর) আবদুর রহমান খাঁ
রেক্টর, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা।

আপনার পাঠানো 'সাহিত্য পত্রিকা' পেয়েছি। আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়নি তথাপি যে পত্রিকাখানা আমাকে পাঠিয়েছেন সেজন্য আপনার সৌজন্যে আমি মুগ্ধ হয়েছি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমার Alma Mater, সেখানকার কোনো গৌরব বা নূতন উদ্যমের বিষয় জানলে আমার চিত্ত উৎফুল্ল হয়। ওখানকার বাংলা বিভাগ থেকে ইতিপূর্বে কোনো পত্রিকা প্রকাশের চেষ্টা হয়েছিল বলে আমার জানা নেই। আপনার এ সম্পাদনায় যে নবীন উদ্যমের প্রকাশ হল আমি তার প্রশংসা করি। কাগজখানা বেশ ছাপা হয়েছে, প্রচ্ছদপত্র সুরুচিসম্পন্ন।

ভেতরের প্রবন্ধগুলির মধ্যে আপনার লেখা "বাংলার ব্যঞ্জনধ্বনি" শীর্ষক প্রবন্ধটি আমি বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে পড়েছি। যদিচ ছাত্রাবস্থায় আমি Phonetics বা Linguistics সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না, গত কয়েক বৎসরে ইংরেজি অধ্যাপনার নূতন সমস্যাগুলি সম্পর্কে চিন্তার ছলে বৈজ্ঞানিক ভাষাতত্ত্বে আমি আকৃষ্ট হয়েছি ও এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ অধ্যয়ন ও আলোচনা করেছি। বাংলাতে Philological আলোচনা মন্দ হয়নি কিন্তু Phonetic আলোচনা সুষ্ঠুভাবে, বিশদভাবে আপনার এই প্রবন্ধের পূর্বে অন্য কোন প্রবন্ধ বা পুস্তকে আমি পড়েছি বলে মনে হয় না।.... আমি ইদানীং এসব জায়গার [লণ্ডন, এডিনবরা ও প্যারিস] Phonetics Dept. গুলি পরিদর্শন

করে এসেছি বলে আমার মনে হচ্ছে, আপনার লেখায় আধুনিক ইউরোপীয় বিদ্যাচর্চার ছাপ আছে। আপনার পরিভাষাগুলি (আপনার সৃষ্ট না আগে থেকেই চলতি ছিল?) যথা:— dorso-alveolar unvoiced and unaspirated affricate sound—প্রশস্ত দন্তমূলীয় অঘোষ অল্পপ্রাণ স্পৃষ্টধ্বনি খুবই interesting। আপনার কয়েকটি উদাহরণও খুব interesting।....পূর্ববঙ্গের নানা অঞ্চলে যে সব Phonetic peculiarities আছে এগুলিকে যদি tape record দিয়ে ধরে রাখা যায়—হয়তো গভর্ণমেণ্ট থেকে কিছু আর্থিক সাহায্য পেলে পরে—তাহলে বড়ই চমৎকার কাজ হয়। Recordগুলি নিয়ে আপনি পরে classifiy করুন। দেখে এলাম Scotland ও Northern Counties of Englandএ ধরণের কাজ হচ্ছে। U. P. তে খাড়ি বোলি নিয়ে অনুরূপ কাজের পরিকল্পনা চলছে।

আপনার প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ হলে পড়ার সুযোগ পেলে সুখী হব।

অমলেন্দু বসু
অধ্যক্ষ, ইংরেজী বিভাগ,
আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি জ্ঞান ও গবেষণার আগার বলিয়া মানুষ স্বাভাবিকভাবে মনীষা ও গবেষণার নিদর্শনই শিক্ষার এই মহাপ্রতিষ্ঠানগুলির কাছ হইতে আশা করিয়া থাকে। দেখিয়া আনন্দিত হইলাম যে, 'সাহিত্য পত্রিকা' খানি আমাদের সে আশা বহুলাংশে পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। পত্রিকাখানির প্রায় প্রত্যেকটি লেখা বেশ জ্ঞানগর্ভ ও বুদ্ধিদীপ্ত। পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যক্ষেত্রে পত্রিকাখানি সুস্পষ্ট অগ্রগতির অন্যতম উজ্জ্বল নিদর্শন, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

(ডক্টর) মুহম্মদ এনামুল হক
পরিনিয়ন্তা, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা।

আপনার প্রেরিত 'সাহিত্য পত্রিকা' পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম।....পত্রিকাখানি বেশ লাগিল।....অনেকগুলি ভাল লেখা একসঙ্গে দেখিবার সুযোগ হইল। আপনার নিজের প্রবন্ধটির মধ্যে যথেষ্ট পরিশ্রম ও অনুশীলনের পরিচয় রহিয়াছে। অধ্যাপক হোসায়েন 'বাংলা অভিধানে' যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন তাহা খুবই দরকারি। কিছুদিন পূর্বে আমি নিজে 'প্রবাসী' পত্রিকায় বাংলা অভিধান সম্পর্কে অন্যদিক দিয়াও কিছু আলোচনা করিয়াছিলাম। হোসেন সাহেবকৃত আপনার গ্রন্থের সমালোচনার মধ্যে কিছু কিছু প্রতিকূল কথা থাকিলেও উহা আপনার

নিজের পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া ঔদার্যের পরিচয় দিয়াছেন। দ্বিজ শ্রীধর ও সাবিরিদ খানের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের যতটুকু পাওয়া গিয়াছে তাহা প্রকাশ করায় আলোচনার পথ প্রশস্ত হইয়াছে। আবদুল করিম সাহেবের মধ্যযুগের বাংলা পুঁথি সাহিত্যের বিবরণ প্রকাশের যে সংকল্প করিয়াছেন তাহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। মুসলমানী কেতাব নামে পরিচিত যে অসংখ্য পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহারও পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী
অধ্যাপক, কৃষ্ণনগর কলেজ,
অধ্যক্ষ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পুথিশালা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগ হইতে প্রকাশিত যান্মাসিক 'সাহিত্য পত্রিকা'র প্রথম (বর্ষা) সংখ্যা পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইলাম।....এতে আটটি প্রবন্ধ ও একটি গ্রন্থ পরিচয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি গভীর পাণ্ডিত্য ও মৌলিক গবেষণার পরিচায়ক। এ ধরণের পত্রিকা পূর্ব পাকিস্তানে এই প্রথম। এই পত্রিকা লইয়া আমরা নিঃসন্দেহে গর্ব অনুভব করিতে পারি। আমরা ইহার উত্তর উত্তর শ্রীবৃদ্ধি ও প্রসার কামনা করি।

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্
ভূতপূর্ব পরিনিয়ন্তা,
বাঙলা একাডেমী, ঢাকা।

তোমার প্রেরিত 'সাহিত্য পত্রিকা' একখানি পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। ইহার বহিরাঙ্গগত সৌষ্ঠব উচ্চ রুচির পরিচায়ক হইয়াছে। ইহাতে যে সব মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ইহার মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে। সাবিরিদ খান ও শ্রীধরের যে বিদ্যাসুন্দরের পুথি দুইখানি মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা আমার 'বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাসের' নূতন সংস্করণের আলোচনার ভিত্তি হইবে।

আশুতোষ ভট্টাচার্য
অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।